Name of the study area: Urban Area.
Data Type: IDI with Decision Maker.
Length of the interview/discussion: 47:08
ID: IDI_AMR103_HH_U_16 July 17

Demographic Information:

| Gender | Age | Education | Healthcare decision maker or caregiver | Income | Ages and gender of children living in HH | Ages and gender of older adults living in HH | Ethnicity | Family members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 22 | HSC | HDM | 25,000 | 11 Months-Male | NA | Bangali | Total=5; Child-1; Father & Mother, Son (Res), Grand-Mother |

প্রশ্নকর্তাঃ ----ভাই আমরা তাহলে একটু শুরু করি। আমরা আমি আসছি আমি.....। আমি আসছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে। আমি আ আমরা একটা গবেষনা কাজে এখানে এসেছি। সেটা হল যে মানুষ ও বাসা-বাড়ি সমুহে যে সকল পশু-প্রানী অথবা বাচ্চা বা বয়স্ক মানুষ যারা আছেন এরা যদি অসুস্থ হয়, তখন আপনারা কোথায় যান? কার কাছে যান? কি ধরণের চিকিৎসা বা পরামর্শ নেন, হু এবং এই সময়ে এন্টোবায়োটিক ক্রয় করেন কি না। এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা একটু আপনার সাথে কথা বলবো। আমরা জানতে চাইবো এ্য এই যে এন্টোবায়োটিক ক্রয় করেন সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করেন কোথায় বাচ্চাকে বা বয়স্ক মানুষ আছেন যিনি উনাদেরকে ঠিকমতো খাওয়ান কিনা, হ্যা? যাতে এই আপনার সাথে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো এবং জানার চেষ্টা করবো এন্টোবায়োটিক যাতে ভবিষ্যতে নিরাপদ এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়, ব্যবহার করা হয় এবং জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হয় যাতে সঠিকভাবে এন্টোবায়োটিকটা ব্যবহার করা হয়। তা আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন?

উত্তরদাতাঃ হু, জ্বি বলেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ধন্যবাদ। ------ভাই প্রথম আমি একটু জানবো আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি সাধারন জব করি, গার্মেন্টস লাইনে।

প্রশ্নকর্তাঃ গার্মেন্টস লাইনে না? গার্মেন্টস লাইনে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনার পরিবারে কে কে আছে?

উত্তরদাতাঃ আমি আছি, আমার মা আছে, আমার বড় ভাই আছে এবং ভাবি আছে আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ ভাবি আছে?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো আপনাদের এখানে একটা ছোট বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি ও ও আপনার কি হয়?

উত্তরদাতাঃ হু ভাইস্তা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাইস্তা হয় না? আচ্ছা তো যদি আপনার পরিবারে ধরেন এ্য ওর বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ ওর বয়স ১১ মাস

প্রশ্নকর্তাঃ ১১ মাস?

উত্তরদাতাঃ বছর এহনো হয় নাই হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কি সবাই একসাথেই খান ?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা একসাথে খাওয়া-দাওয়া করেন না? তো ওকে দেখাশুনা বা এইগুলা করে কে, এই ছোট বাবুটার? ওর নাম কি?

উত্তরদাতাঃ ওর নাম ও”

প্রশ্নকর্তাঃ ”ও”?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ওর দেখাশুনা বা এগুলো বেশী করে কে?

উত্তরদাতাঃ বেশী বলতে মানে ভাবি থাকে যতদিন থাকে ততদিন আমরা এইখানে দেখাশুনা করি তারপরে উনি উনার বাপের বাড়ি যায় ঐহানেও দেখাশুনা করে এই নিয়া চলতাছে আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো পরিবারে যদি কেউ অসুস্থ্য হয় কোন একটা স্বিদ্ধান্ত নিতে হয় এই বিষয়গুলো কে স্বিদ্ধান্ত নেয় কে?

উত্তরদাতাঃ আমি নিই, আমার মা’ও নেয়

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার মা ও স্বিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য দেখাশুনার বিষয়গুলো?

উত্তরদাতাঃ মা’ ই করে

প্রশ্নকর্তাঃ মা ই করে? আচ্ছা তো এখন ধরেন মা তো হইছে পরিবারের ছেলেদেরকে একসাথে রাখার জন্য সকল কিছুর ডিসিসন বা স্বিদ্ধান্ত এগুলার কথা বলে যদি কোন অসুখ বিসুখের বিষয় আসে সেইগুলো কে করে?

উত্তরদাতাঃ আম্মা করে আর বাহিরের যে কাজ গুলা যেইগুলা নিয়া দৌড়াদৌড়ি করতে হয় হেইগুলার ভিতর আমরা যাই আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি ও তো কোন না কোন বিষয়ে স্বিদ্ধান্তের সাথে জড়িত আছেন তাই না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাইলে আমি এখন একটু জানবো আপনাদের কি কোন গরু ছাগল বা এই রকম কোন কিছু আছে আপনার এইখানে?

উত্তরদাতাঃ না কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কিছু নাই না? একটু বলবেন যে পরিবারের মাসিক আয় রোজগার কেমন?

উত্তরদাতাঃ এ্য পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা হয় মাসিক আয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম কিভাবে একটু বলেন, আপনি বলছেন যে আপনার এক ভাই

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি বলতেছিলেন যে আপনার এক ভাই বিদেশ থাকে তাই না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনিও জব করেন। আপনার ইনকাম কেমন?

উত্তরদাতাঃ আমার ইনকাম যদি রেগুলার অফিসে যাই এবসেন্ট ট্যাবসেন্ট যদি না থাকে তাহলে সাত হাজার টাকা সারে সাত হাজার টাকার মতো আসে আর বড় ভাইয়া মাসে পাঠায় বারো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা এরকম পাঠায় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ দুজন মিলে কত আসে মাসে?

উত্তরদাতাঃ ই বিশ বাইশ হাজার টাকার মতো আসে। অনেক দিন যদি আমার এবসেন্ট থাকে তাহলে বিশ হাজার টাকার মতো আসে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনাদের পরিবারে এমনিতে কি কি জিনিস আছে একটু কি বলবেন আমাকে? ঘরে?

উত্তরদাতাঃ বেশী কিছু নাই। একটা ফ্রিজ আছে একটা সুকেস আছে এইগুলাই। বেশী কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ যেই বাসাটাতে থাকেন এইটা কি আপনাদের নিজস্ব বাসা না?

উত্তরদাতাঃ না ভাড়া থাকি

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা ভাড়া কেমন?

উত্তরদাতাঃ ছয় হাজার টাকা

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় হাজার টাকা?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এইখানে কত দিন ধরে আপনারা আছেন?

উত্তরদাতাঃ আছি এখানে পনেরো বছর হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ পনেরো বছর ধরে কি একই বাড়িতে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ একই বাড়িতে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, এখন আমি একটু তাহলে আপনার কাছ থেকে শুনবো যে আপনাদের পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কতগুলা বিষয়। স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত আচরণ। পরিবারে এখন কি অবস্থা? কেউ কি কোন ধরণের অসুস্থ্যতায় ভুগতেছে? কারো কোন জ্বর, ঠান্ডা কিছু আছে?

**০৫ মিনিট (০৫:০১)**

উত্তরদাতাঃ না ঠান্ডা ঠুন্ডা এইগুলা, না সবাই ভালই আছে। অসুস্থ্য নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কেউ কি অসুস্থ্য হয় কখনো?

উত্তরদাতাঃ হু, অসুস্থ্য তো হয়ই।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয় একটু বলেনতো

উত্তরদাতাঃ হু জ্বর, ঠান্ডা, কাশি এইগুলাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যদি মাথা ব্যাথা পেট ট্যাথা হয় তাইলে সাধারন ফার্মেসি আছে ঐখান থিকা চেকআপ কইরা তারপরে টঙ্গী ফার্মেসি টঙ্গী মেডিকেল আছে ঐখান থিকা দেখায়া যা রিপোর্টে যা আসে তাই অসুধ কিনা খাইতে হয় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কে অসুস্থ্য প্রায়ই অসুস্থ্য হয়ে থাকে কে?

উত্তরদাতাঃ প্রায়ই বলতে কেউ না মাঝে মাঝে মনে করেন আমি হই। ভাইস্তা আছে। পরিবারের সবাই অসুস্থ্য হয় মুটামুটি আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম। কি কি অসুখ হয়?

উত্তরদাতাঃ ঐতো বললাম জ্বর, ঠান্ডা, কাশি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কারণ আবহাওয়া চেঞ্জ হয় তো আবহাওয়া চেঞ্জের সাথে সাথে মানুষের জ্বর ঠান্ডা হতেই পারে। এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ বড় অসুখ তো নাই। বড় অসুখ কারোই হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম। বড় অসুখ বলতে কোনটা বোজাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ যে আছেনা কারো ক্যান্সার হয়, যেই ধরনের অপারেশন করা লাগে ঐ ধরনের ঐ ধরনের রোগ অয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ আল্লাহর রহমতে আমরা ভালই আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে যখন কেউ অসুস্থ্য থাকে তখন এর দেখাশুনাটা করে কে?

উত্তরদাতাঃ দেখাশুনাতো আম্মাই করে। আম্মাইতো দৌড়াদৌড়ি করে যে কার কোন জায়গায় যাওয়া লাগবো। হু কার কোন ধরনের অসুধ খরচাপাতি করা লাগলে আম্মাই করে। কারণ দুই ভাই যা আছি টাকা পয়সা যা আসে সবই তো আম্মার কাছেই দেয়া হয় হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এই অসু মানে দেখাশুনা বলতে আপনে এ্য ধরেন একজন ঘরের মধ্যে অসুস্থ্য বা জ্বর হয়ে পড়ে আছে তখন তার কি কি ধরণের দেখাশুনা করতে হয়?

উত্তরদাতাঃ যে ধরণের দেখাশুনা মনে করেন যদি মেডিকেলে নিতে হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তাইলে নেওয়া এরপর অসুদ বড়ি লাগলে সিলিপটা যখন দেয় তখন সিলিপটা আমার কাছে দেয় যে এই এই অসুদ নিয়া আসো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এই ধরণের

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই রকম এ্য সর্বশেষ আপনার পরিবারের কেউ কি অসুস্থ্য হয়েছে মানে এই রকম হঠাৎ করে কাজ করতে গিয়ে এরকম কোন কিছু হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ উ না জানা মতে এহনো হয় নাই। সবাই সুস্থ্য আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দৈনন্দিন অনেক কাজকর্ম তো আছে তাইনা? মা' রা কাজ করে ভাবি আছে আপনার ভাই আপনি যারা পরিবারে আছেন তারা যদি কাজ করতে যান কোন ধরণের অসুস্থ্যতা বোধ করেন করছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না আম্মার হয় এমনে গ্যাষ্ট্রিকের প্রব্লেম আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এ্য সব সময়ই দেখা দেয়। তো গ্যাষ্ট্রিকের জন্য উনাকে জেলডিন যেই ক্যাপসুলটা ঐটা খাওয়ানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনার আম্মার অসুস্থ্যতাটা, এইটা আপনারা কিভাবে বুঝেন যে উনি অসুস্থ্য হয়েছে বা অসুধ লাগবে এটা কিভাবে বুঝলেন?

উত্তরদাতাঃ উনি বলেন যে উনার পেট ব্যাথা করে, গলা জ্বলে হু উনার গ্যাষ্ট্রিকে এই অসুধটা খাওয়াইলে নাকি এ্য ভাল লাগে আর কি এই জন্য এই অসুধটা খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা বললেন আপনার আম্মার কথা?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন আপনার ভাবি আছে, এই যে ভাইস্তা আছে, ভাই আছে এদের বা আপনার কথা যদি বলি এরকম কারো কি হয় কোন কিছু?

উত্তরদাতাঃ না এখনো হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, তো কেউ যদি অসুস্থ্য হয় তাহলে কার কাছে যান আপনারা?

উত্তরদাতাঃ আমরা প্রথমে আছে সরকারী মেডিকেল ঐখানে যাই ঐখানে বড় ডাক্তার আছে। চেক আপ করে দেখে কার কোনটা দেয়া লাগবে। হ্যাঁ যদি এক্স-রে দেয় তাইলে এক্স-রে করি। যদি রিপোর্ট দেয় ঐ অনুযায়ী আপনার অসুধ খাইতে হইবো তাইলে ফার্মেসি থিকা অসুধ কিনি আর ঐ ঐ অনুযায়ী মনে করেন অসুধ খাই। যদি আবার ডেট দিয়া দেয় যে এক সপ্তাহ পরে আবার আসবেন

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কমছে কিনা হু যদি কমে তহন যাই সিরিয়াল থাকে তো তখন দেহাই যে অসুধ গুলা খাইছি কমছে। তখন আরো কিছু অসুধ দেয়। বলে যে এইগুলা খান সুস্থ্য হইয়া যাইবেন আল্লাহর রহমতে। আর যদি সুস্থ্য না হন তাইলে আবার আসবেন আমরা যাই। যদি সুস্থ্য না হন তাইলে একটা চেক আপ দেয়। তা আল্লাহর রহমতে যদি চেকআপ অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া হয় তাইলে সুস্থ্য মোটামুটি বোধ করি আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই স্বিদ্ধান্তটা উনার কাছে যে যাবেন এইযে যে টঙ্গী হাসপাতালে যে যাবেন এই স্বিদ্ধান্তটা কে নেন?

উত্তরদাতাঃ স্বিদ্ধান্তটা বলতে আমার আম্মা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ উনি বলেন যে সরকারী ডাক্তার বড় ডাক্তার

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ মনে করেন সাধারণ ফার্মেসি থিকা চেকআপ কইরা আসুধ খাইলেই ভাল হয়। আবোল তাবোল অসুধ এই ফার্মেসিত গেলে উনি ঐডা লেইখা দিবেন অন্য ফার্মেসিত গেলে উনি ঐটা দিবেন। আর ফার্মেসির লোকেরা তো সাধারণত চায়ই মানুষকে কিভাবে অসুধ দিবো। হ্যাঁ তারাতো আর কম দিবার চায় না। বুঝছেন না? ওরাতো আরো বেশী দিবার চায়। আমার মতে চেক আপ কইরাই অসুধ খাওয়া ঠিক।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ বুজছেন। এজন্য আমার আম্মা চায় আর বলেন যে কোন কিছু হইলে সরকারী মেডিকেল আছে ঐখানে গিয়া রিপোর্ট আইনা তারপরে অসুধ খাওয়া।

প্রশ্নকর্তাঃ আম্মা কেন নেন? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ আম্মা নেন হয়তো আম্মা আমার থেকে ভাল জানেন। এইহানে অনেক বছর ধইরা থাকেন। মেডিকেল সম্বন্ধে দেখছেন। কোনটা ভাল আর কোন ডাক্টার ভাল। ঐ সমন্ধে জানেন হয়তো এর লিগাই বলেন যে টঙ্গী মেডিকেল যাইতে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওখানে যাইতে বলে, তো  কে যায় ঐখানে অসুধ আনতে যায় কে?

**০৫ মিনিট (১০:০৫)**

উত্তরদাতাঃ আম্মাই যায়। আমাদেরকে নিয়া যায় যদি কেউ অসুস্থ্য থাকে। এরপরে যেই সব অসুধ লেখা থাকে ঐসব অসুধ আমি নিজেই যাই বুঝছেন?

প্রশ্নকর্তাঃ কখন লেখা থাকে মানে আমি জানতে চাচ্ছি প্রথমত যায় উনার সাথে কি কেউ যায় না ধরেন একজন অসুস্থ্য হইলো?

উত্তরদাতাঃ যাই আমি যাই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ আমি যাই

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যান?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ কেন আপনি যান?

উত্তরদাতাঃ যাই আম্মা যায় একা একা। হ্যাঁ আম্মা বলে যদি কোন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হয় কারণ আম্মাতো ঐ জায়গায় যাইতে পারবো না ইমারজেন্সি আছে। হ্যাঁ, বা মানে বাসা থিকা যদি বলে যে এই অসুধটা নিয়া আসেন বা এইটা নিয়া আসেন এই ধরণের কাজের জন্য আমি যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কারণ, আম্মাতো দৌড়াদৌড়ি করতে পারবো না বুঝলেন না

প্রশ্নকর্তাঃ তা এখানে এই যে টঙ্গীতে যাওয়ার স্বিদ্ধান্তটা কেন নিলেন?

উত্তরদাতাঃ টঙ্গী যাওয়ার স্বিদ্ধান্তটা আমরা থাকি এই জায়গাত আর সরকারী মেডিকেল আছেই একটা এই জায়গাত

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বুঝছেন? তে এই জন্যই এই জায়গাতই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে গেলে কি সুবিধা বা কি অসুবিধা?

উত্তরদাতাঃ এখানে গেলে সুবিধা বলতে বেশী টাকা লাগে না। হ্যাঁ সরকারী পাঁচ টাকা দিলেই সিরিয়াল অনুযায়ী কাজ কাম হয়। হ্যাঁ কারো আগে বা কারো পরে এরকম মানে ই নাই গ্যাঞ্জাম নাই মারামারি নাই। আর যদি সাধারণ ফার্মেসীতে যাই ফার্মেসিতে সব সময়ই ভীড় থাকে। হ্যাঁ তো কার আগে কে নিবে এই ধরনের দৌড়াদৌড়ি হয়। আর টেনশন থাকে যে কোনটা থুইয়া কোনটা দিবো। বুজছেন? যে কোন অসুধটা থুইয়া কোন অসুধটা দিবো আর কোন অসুদটা থুইয়া কোনটা খামু। হ্যাঁ এন্টিবায়েটিক লাগে কিনা না

নালাগে? হ্যাঁ সেইটাও দিয়া থোয়। আর যদি টঙ্গী মেডিকেলে যাই যদি এন্টিবায়েটিক লাগে তাহলে এন্টিবায়েটিক দেয়। আর ঐ অনুযায়ী এন্টিবায়েটিক খাওয়া পড়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এ্য টঙ্গী হাসপাতালে কারা বসেন আর ফার্মেসিতে কারা বসেন? আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতাঃ টঙ্গী হাসপাতালে তো জানি যে বড় বড় ডাক্তার বসেন। এম বি বি এস পাশ হু যারা বড় বড় ডাক্তার পাশ করে বিধায়ই তাদেরকে সরকারী চাকুরী দেয়া হয়। হ্যাঁ আর সাধারণ ফার্মেসিতে তো সবাই ই এমবিবিএস ডাক্তার না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সবাই এমবিবিএস পাশ করে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ কেউ হয়তো ফার্মেসিতে ছোট ছোট থিকা জব করছে

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সেই ধারণা অনুযায়ী সে ফার্মেসি খুইলা বসছে। তো এই জন্য আম্মা বেশীর ভাগই বলে যে সরকারী হাসপাতাল থিকা চেকআপ করায়া যদি কোন হ্যাঁ এক্স-রে দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এক্স-রে অনুযায়ী রিপোর্ট অনুযায়ী অসুধ খাওয়ানো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সেই ক্ষেত্রে যদি টাকা বেশী লাগে তাও আম্মা টেনশন করে না আর কি। সাধারণ ফার্মেসি থিকাতো মনে করেন টাকা বেশী লাগলেও উনারা মনে করেন একটা অসুধ লাগবো উনারা দিয়া থুইবো আরেকটা বুজছেন না? সবাইতো আর এম বি বি এস পাশ না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যে দেইখাই মানুষের চেকআপ না কইরাই আপনার কি হইছে যে মাথা ব্যাথা হ্যাঁ লাগবো নাপা একট্রা দিয়া দিছে নাপা হ্যাঁ নাপা প্লাস এরকম আর কি এর জন্যই আমরা মেডিকেলে যাই আরকি। সরকারী মেডিকেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনি বলতেছিলেন এন্টিবায়েটিকের কথা।

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় কোন এন্টিবায়েটিকটা লাগবে

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়েটিক টা কি?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়েটিক আমি জানি যে কোন অসুধ খাইলে এন্টিবায়েটিকটা খাইতে হয় হ্যাঁ গ্যাষ্টিকের মতো আরকি। এর বেশী আমার ততো তো তেমন জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়েটিক কিসের জন্য। কোন জায়গায় দেখছি যে আমার বন্ধুবান্ধবও মাড়ি ফুইলা গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তো মাড়ি ফুইলা যাওয়ার সময় ডাক্টার দেখছে ডাক্টার দেখছে যে মাড়ি ফুইলা গেছে এই জায়গাত এন্টিবায়েটিক খাইতে হইবো। তো ঐ ক্ষেত্রে এন্টিবায়েটিক দিছে। তো আমার মনে হয় যে মাড়িটা ফুলা কমবো হয়তো এর জন্য এন্টিবায়েটিকটা দেওয়া হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এইটাই যা দেখি আরকি সেই সম্বন্ধে বললাম।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এর বেশী তো আর জানা নাই। আর ঐসব ইয়েতে লেখাপড়া করিও নাই যে এতো কিছু জানমু।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পড়াশুনা কতদুর?

উত্তরদাতাঃ আমার পড়াশুনা বেশী না। ইন্টার পরীক্ষা দেই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তা না আপনি যা জানছেন ঠিক আছে। তো জানাশোনা আছে যদি আপনারা বন্ধু বান্ধব এই------১৩:৪৭------

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তো একটা বলতেছিলেন যে ফার্মেসিতে গেলে ওরা অসুধ বেশী দিয়া দেয়। এইটা কি একটু বুঝায়া বলেন তো কি ধরণের অসুধ বা কি?

উত্তরদাতাঃ কি ধরণের অসুধ বলতে যদি লাগে তিন দিনের উনারা দিয়া দেয় হয়তো সাত দিনের। যদি লাগে সাত দিনের উনারা দিয়া থোয় আট দিন দশ দিন এরকম আর কি। উনারা তো চায় টাকাটা ইনকাম করার জন্য হ্যাঁ যদি কম লাগে ফার্মেসিতে যদিও কম লাগে তারপরেও উনারা বেশী দিব। যেহেতু তাদের হ্যাঁ যে অসুধ গুলা আছে তারাতারি যদি ডেলিভারি দিতে পারে হ্যাঁ আরো কিছু অসুধ নিয়া আসবে। উনারা অসুধ রাখবেন, স্টক করবেন এই জন্য। আর সরকারী মেডিকেলে যদি যায় উনারা চেষ্টা করবেন যত কম অসুধে রোগটা সারানো যায়। হু আর আমার মতে হয়তো অসুধ বেশী খাওয়া ঠিক না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অসুধ কম খাইলে যত কম খাক ততই ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে ফার্মেসিতে কারা যায় আর সরকারী হাসপাতালে কারা যায় এইটা আপনে

উত্তরদাতাঃ ফার্মেসিতে যায় যে যাদের বাড়ির সামনে আছে তারাতো আর চিন্তা করে যে বাড়ির সামনে ফার্মেসি আছে হ্যাঁ সরকারী মেডিকেলে যাইবো ঐ জায়গা থিকা হ্যাঁ ফার্মেসিতেই যাই। আর যদি গিয়া বলে যে আমার ছেলের হয়তো কেটে গেছে বা মাথা ব্যাথা

করতেছে বা বমি করতেছে এসব মনে করেন এই রোগ গুলার কথা বলে আর উনার ফার্মেসি থিকা যা যা অসুধ লাগে ঐডি দিয়া দেয়। এ্য আর হয়তো উনারা জানেনা বিধায় সরকারী মেডিকেলে যায়না। চেক আপ করেনা। হ্যাঁ চেক আপ ছাড়াই খাওয়ায়। এক সময় দেখা যাইতেছে যে এ্য অসুধ খাওয়াইবো একটা খাওয়াইছে আরেকটা। এ্য তা এই সময় মনে করেন উল্টা রিএ্যকশন করতেছে। তখন মনে করেন ঠিকই আবার মেডিকেলে যায় এ্য প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি করাতে আসে। আমার মতে মনে করেন চেক আপ কইরাই অসুধ খাওয়াটা ঠিক। হুম।

**০৫ মিনিট (১৫:২৪)**

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো আপনি বলছেন টঙ্গী ইয়েতে হসপিটালে গেলে আপনাদেরকে এ্য রিপোর্ট দেখে অসুধগুলো আনা হচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ সেক্ষেত্রে উনারা যে অসুধগুলো কিভাবে দেয়? একটু বলেনতো কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতাঃ অসুধগুলা আগে জিঙ্গেস করে আপনার কি সমস্যা হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বা পেটে ব্যাথা যদি হয় তাহলে উনারা পেটে নাড়াচাড়া দিয়ে দেখে যে কোন জায়গায় ব্যাথা হইছে। কোন সাইডে ব্যাথা ডান সাইডে ব্যাথা না বাম সাইডে ব্যাথা। হ্যাঁ যদি ডান সাইডে ব্যাথা হয় অ্যা তাইলে অসুধ এক রকম আর যদি বাম সাইডে ব্যাথা হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি শুনছি বাম সাইডে ব্যাথা নাকি এপেন্ডিসাইটিসের ব্যাথা তো এপেন্ডিসাইটিসের ব্যাথা যদি হয় অইশে বন্ধু বান্ধবের ছিল যে উনাকে বলছে যে তোমার অপারেশন করা লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বা এই এক্স-রে টা আছে এই এক্স-রে টা আগে করো হু তারপরে এক্স-রে টা নিয়া আস।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এক্স-রে কইরা যদি নিয়া আসে তখন বলা হইছে যে তোমার অপারেশন করা লাগবো আপারেশন করো যত তারাতারি সম্ভব। হ্যাঁ আবার কোন এক্স-রে আছে দেইখা বলতেছে না এক্স-রে ঠিক আছে তোমারে এই অসুধ গুলা লেইখা দিলাম এই অসুধ গুলা খাও আল্লাহর রহমতে ভাল হইয়া যাইবো। হ্যাঁ অসুধগুলা খাওয়াইছে আল্লাহর রহমতে সে ভাল আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঐযে অসুধগুলা লিখে দেয়

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ সেই অসুধগুলা ধরেন আপনাকে আপনে একটা অসুখ নিয়া গেলেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার এই অসুখের জন্য এই এই অসুধ দিয়েছে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে অসুধ গুলো দেয়, এইগুলা কোনটা কিনবেন বা না কিনবেন এইটা আপনারা কিভাবে স্বিদ্ধান্তটা নেন?

উত্তরদাতাঃ কোনটা কিনবো আমরা ঐখান থিকা জিঙ্গেস করি যে কোনটা কয় দিনের। হয়তো যদি টাকা পকেটে শর্ট থাকে যে কোনটা বেশী লাগবো হ্যাঁ ইমার্জেন্সি কোনটা লাগবো তখন উনারা দাগ দিয়া চিহ্নিত কইরা দেয় যে এইটা বেশী নাও যদি এইটা এক সপ্তাহের লাগে যে এইটা এক সপ্তাহের খাও হ্যাঁ বা তিন দিনের যদি আরেকটা আছে যদি কম লাগে হ্যাঁ তাইলে বলবো যে এইটা তিন দিনের খাও। আবার যদি পারো যেইগুলা যত দিনের লেখা আছে অত দিনের খাও বইলাও দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে টাকার একটা সমস্যার কথা বলতেছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি কি ধরণের সমস্যার জন্য আপনারা স্বিদ্ধান্ত নেন যে এই এইটা এইটা লাগবো বা এইটা এইটা নিবো?

উত্তরদাতাঃ উম এমনে কোন সমস্যা নাই যদি টাকার সমস্যা থাকে তাইলে খুইলা কই আর যদি টাকার সমস্যা না থাকে তাইলে যা যা লেখা থাকে তা তাই নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ এ এই যে নিয়া আসেন এখন আমি জানতে চাচ্ছি এটা কোথা থেকে নেন? এই অসুধগুলো দরকার হলে আপনি কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ টঙ্গী স্টেশন রোডে কতগুলা ফার্মেসি আছে। হ্যাঁ সেবার সাথে আছে তারপরে আবেদার সাথে আছে। যেই ফার্মেসি তে পাই হ্যাঁ সবগুলা অসুধ পাই সেইটাতেই যাই। এমন যে না একটা রেগুলার আছে রেগুলার না। হ্যাঁ যখন যেইটা যেখানে পাওয়া যায় ঐখান থেকেই নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু তা এইযে ঐখান থেকে অসুধটা আনবেন এটা কে স্বিদ্ধান্তটা নেয়?

উত্তরদাতাঃ স্বিদ্ধান্ততো আম্মাই নেয় যে অসুধগুলা নিয়া আস। যাইতো আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিই যান?

উত্তরদাতাঃ হ আমিই যাই যদি দোকান থিকা পাওয়া যায় যে ফার্মেসি থিকা পাওয়া যায় ঐ ফার্মেসি থিকা নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ঐ দোকানে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ যাই অসুধগুলা লাগবো যে অসুধ গুলা পাওয়া যাইবো ঐজন্য যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা কোথায় মানে কত দুর বা কি অবস্থা এইটা আপনার

উত্তরদাতাঃ এ্য বেশী দুর না টঙ্গী মেডিকেল থিকা রোডটা ক্রস করলেই অপজিট সাইডে আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য এইটা কি আপনারদের কাছাকাছি হয় সুবিধাজনক নাকি?

উত্তরদাতাঃ জ্বি সুবিধাজনক

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা যাইতে খরচ কেমন? যাতায়াত খরচ আছে কিনা বা কোন সমস্যা হয় কিনা?

উত্তরদাতাঃ মেডিকেল থিকা?

প্রশ্নকর্তাঃ মেডিকেল থিকা আপনার বাসা------১৮:২২-----

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এইখান থিকা তো যাতায়াত খরচো আছেই। হ্যাঁ দুইজনে বিশ টাকা বিশ টাকা চল্লিশ টাকা আসা-যাওয়া আর কি। এই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওখানে কেন আপনি অন্য কোথাও যান না কেন?

উত্তরদাতাঃ অন্য কোথাও না এখানে তো আর এরকম টেষ্ট নেয়না। আর প্রাইভেটে গেলে মনে করেন একেকটা টেষ্ট দিলে হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ না সেটাতো টঙ্গী হাসপাতালের কথা বলছেন

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ যদি আপনার অসুধের কথা অসুধ কিনতে যান

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ওখানে কেন কিনেন? আর কোথাও কেন কেনেন না?

উত্তরদাতাঃ ওখানে ফার্মেসি অনেকগুলা আছে হ্যাঁ আর বাড়ির সামনে তো আমার ফার্মেসি দুইটা তিনটা আছে। তো আমি চিন্তা করি ঐখান থিকা টেষ্ট দিছে আর রিপোর্ট দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তা আমি এইখান থিকা অসুধগুলি নিয়া যাই। আমার বাড়ির কাছে হয়তো নাও পাইতে পারি। এরজন্য আর কি ঐ জায়গা থেকে আনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কোন কি সুবিধা আছে ঐখানে যে এজন্য ঐখান থেকে কিনেন?

উত্তরদাতাঃ আর কিছু সুবিধা না এমনে কোন সুবিধা নাই। যা লাগে তাইতো পাইতাছি হ্যাঁ আর সুবিধা বলতে যে আমি যদি ঐহান থিকা আসি রিপোর্ট টা নিয়া আসি যদি অসুধটা না পাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তাখন আবার ঐখানে যাইতে হইবো হু তো তার জন্য আমি অসুধগুলা সবনিয়া আসি। সুবিধাটা এই জায়গায়। আর অসুধ সব পাওয়া যায়া। এমনতো না যে পাওয়া যায়না। হ্যাঁ যদিও না পাওয়া যায় তাইলে পরে লোকেরা বলে যে আজকে পাইবেন না অন্যদিন পাইবেন এইটা হয়তো শেষ হইয়া গেছে গা। পরে নিয়া আসবো। হ্যাঁ আর যদি ইমার্জেন্সি লাগে আপনারা টাকা জমা দিয়া যাইতে পারেন হ্যাঁ পরবর্তিতে আইনা দিতে পারবো। এরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ কে বলে এইটা?

উত্তরদাতাঃ মেডিকেল যে লোকেরা ফার্মেসির যে লোকেরা আছে উনারা বলে

প্রশ্নকর্তাঃ এরা কি আপনার পরিচিত?

উত্তরদাতাঃ না পরিচিত না।

প্রশ্নকর্তাঃ তা তাহলে যে উনাকে টাকা দিয়ে আসবেন কিভাবে?

উত্তরদাতাঃ টাকাতো দিয়া আসি না। বলে যে আপনাদের বাসা কই?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এই জায়গা থিকা আমরা বলি যে নয়াগাও। যদি আপনাদের অসুধটা লাগে তাইলে কিছু টাকা দিয়া যান আপনারা পরবর্তিতে আইসা নিয়া যাইতে পারবেন। এ্য যদি ---২০:০২----থাকে মনে করেন তিনশ টাকা

**০৫ মিনিট (২০:০৫)**

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পঞ্চাশ টাকার মতো জমা দিয়া যান পরে আবার পরবর্তিতে আইসা নিয়া যায়েন।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমার না লাগলে আমি আইসা পরি। আমার লাগে না। এইহান থিকা মনে করেন আবার চেরাগ আলী যাই। চেরাগ আলী ফার্মেসিতে যদি পাই তাইলে নিয়া আসি। আর যদি না পাই তাইলে আমার বড় একটা মামা আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ মামা কে বলি যে অসুধটা লাগবে। মামা ঢাকা যায়। ঢাকা থেকে নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এই সর্বশেষ আপনার পরিবারের কে গেছিলো সেইখানে?

উত্তরদাতাঃ সর্বশেষ তো আমিই গেছি

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইছে আপনার?

উত্তরদাতাঃ আমি ব্যাথা পাইছিলাম পায়ে। পা ফুইলা গেছিলো। এর জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তো ঐখান থিকা এক্স-রে দিছিলো যে দেখেন ভিতরে ভাঙ্গছে কিনা। দিছি তারপরে রিপোর্ট ধরায়া বলছে না ভাঙ্গে নাই। মানে গোস্তের ভিতরে ছেচা খাইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ মানে চাপ খাইছে এর জন্য ভেতরে কালো রক্ত জইমা গেছেগা। তো এই জন্য কিছু অসুধ লেইখা দিছে খাইছি। ভাল হইছি। একটা মলম দিছিলো যে মালিশ করার জন্য হ্যাঁ ব্যবহার করছি ঠিক হইয়া গেছে। এই আর কিছু না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা গেল টঙ্গী হসপিটালে গেছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আর অসুধ কিনার জন্য কার জন্য গেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ অসুধ কিনার জন্য টঙ্গী হাসপাতালের অপজিটে যে ফার্মেসিগুলো আছে সেই ফার্মেসিগুলোতে যাই। এইখান থিকা অসুধ নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ কার জন্য গেছিলেন? সর্বশেষ কার জন্য?

উত্তরদাতাঃ সর্বশেষ আমার জন্য আনছিলাম। যেহেতু আমার পাও মচকাইয়া গেছিলো

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন আগে?

উত্তরদাতাঃ বেশী না পনেরো দিন হইবো আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ পনেরো দিন হইছে না?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো এই যে দোকানগুলো থেকে অসুধ আনেন এই দোকানগুলোয় কি কি ধরনের অসুধ পেয়ে থাকেন আপনারা?

উত্তরদাতাঃ কি কি ধরণের অসুধ বলতে আমরা আমাদের ফাইল আমাদের রিপোর্টের ভিতরে যা যা লেখা আছে সব ধরণের অসুধই পাই। হু বলে না যে অসুধ এই অসুধগুলা নাই। হ্যাঁ আর যদি বড় বড় কোন সমস্যা হয় যেমন আমার এক বন্ধুর মাথা ফাইটা গেছিলো অনেক খানি ক্ষয় হইছিলো

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তো টঙ্গী মেডিকেলে যাওয়ার পরে ঐ জায়গায় মনে করেন শিলি কইরা দিছে। শিলি কইরা দিছে বলছে যে এই এই অসুধ গুলা নিয়া আস। আর একেকটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হইছিলো হ্যাঁ যে এই ইঞ্জেকশনটা নিয়া আস। তখন আমরা ফার্মেসিতে যাই ফার্মেসিতে কইছিলো তোমরা এইখানে পাইবা না এইটা ঢাকা যাইতে হইবো। তারপরে আমরা আরো কয়েকটা ফার্মেসিতে ঘুরি কিন্তু পাই না। হ্যাঁ আমার ইঞ্জেকশনটার নামও মনে নাই। ঐটাই আমি পাই নাই। এছাড়া আল্লাহর রহমতে আমি যতবার গেছি সবই অসুধ পাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম তো -----ভাই আপনি বলতেছিলেন যে আমরা একটা বিষয় নিয়া আলাপ করছিলাম এন্টোবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়োটিক কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়োটিক কেন ব্যবহার করে সেটা তো বলতে পারবো না কিন্তু হ্যাঁ আমার রিপোর্টে লেখা থাকে যে এন্টোবায়োটিক আপনাকে খেতে হবে। বা দিতে হবে। সেজন্য নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় লেখা থাকে?

উত্তরদাতাঃ রিপোর্টে লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে লেখা থাকে একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ কি লেখা ছিল আপনার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ হু আমার ক্ষেত্রে বলতে আমি যেইটা না বুঝি সেইটা আমি জিগাই যে আমার কোনটা লাগবে বেশী হ্যাঁ যেহেতু টাকার সমস্যা আছে। সব সময় পকেটে টাকা থাকে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি জিঙ্গেস করি কোনটা বেশী লাগবো কোনটা কম লাগবো

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন ডাক্তার দেখায়া দেয় যে এই অসুধটা তোমার বেশী লাগবো আর এই অসুধটা কম লাগবো। তখন জিগাই কোনটা কি?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন বলছে যে তোমার এইখানে এন্টোবায়োটিক দেয়া আছে হ্যাঁ আর এন্টোবায়োটিকটা তিন দিনের খেতে হবে। আর এই অনুযায়ীই নিয়া আসি আর কি। আমি বলতেছি যেইটা যেইটা লাগবো ঐটা আপনে দাগ দিয়া দেন উ যেইটা কয় দিনের লাগবো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তহন উনি এ্য রিপোর্টে দাগ দিয়া দেয়। হু যে এইটা আপনাকে খেতেই হবে। আর আরেকটা যদি অসুধ থাকে যে নরমালি আপনাকে খেতে হবে এ্য তিন দিনের না খেলেও চলবে তারপরেও দিয়া দেয় যাতে অসুধের ক্ষেত্রে এইটা লাগে সেই অনুযায়ী দেয়। সেই অনুযায়ীই অসুধ খাই। আল্লাহর রহমতে ভালই হইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে এইটা এন্টোবায়োটিক এইটা কি ডাক্তার বলে দিছে না আপনি কিভাবে বুঝলেন এইটা এন্টোবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ডাক্তার বলে দিছে। এইটা আমি জিঙ্গেস করি না যে কোন অসুধটা আমার ঠিক মতো লাগবো

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সময়মতো লাগবো যে যেটা মনে করেন আপনে সাত দিনের লেইখা দিছেন যেইটা আমি কম খাইতে পারমু হ্যাঁ আমার মানে বাজেট অনুযায়ী নিতে পারমু এরকম এইটা আমাকে দিয়া দেন। তখন উনি ই কইরা দেয়। পরবর্তীতে কইতাছে যে যেখানে যে অসুধগুলা লেখা আছে হ্যা যদি টাকা থাকে তাইলে নিয়া নিও আর যদি না থাকে তাইলে এই যে পাঁচ দিনের লেখা আছে বা সাত দিনের লেখা আছে এই অসুধগুলা তোমার অবশ্যই নিতে হবে। বুঝছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ এই পাঁচ দিন বা সাত দিনের এইটা কি?

উত্তরদাতাঃ এই যে মনে করেন হয়তো যেইটা নিছি পেটের ব্যাথার জন্য হ্যাঁ ঐটা আর এন্টোবায়োটিক কমই দেয় সব দোকানে ইয়া সব ফার্মেসিতে দেয় না। আর মেডিকেলে গেলেও উনারা চায় এন্টোবায়োটিকটা একটু কমায়া দিতে। দিছে আমি যতদিন গেছি এন্টোবায়োটিক সব সময় পাই নাই। কিন্তু একবার পাইছিলাম আমার সাত দিনের দেওয়া হইছিলো। হ্যাঁ যেটা আমার এই পায়ের ব্যাথার জন্য পা মইচকা গেছিলো ঐ সময়। এন্টোবায়োটিক আমি সাত দিনের চেয়ে পাঁচ দিনের যহন খাইছি তহন আমার ব্যাথাডা কমছে আবার হ্যাঁ পাও ও আল্লাহর রহমতে সুস্থ্য হইয়া গেছেগা। তারপরও সাত দিনের দেয়া ছিল আমি সাত দিনের মানে খাইছি আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচ দিনে ভাল হইছেন কিন্তু সাত দিনেরটা খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ নাকি অসুধ রাইখা দিছেন?

উত্তরদাতাঃ না সাত দিনেরটাই খাইছি। পুরাটাই খাইছি। কি করমু? অসুধ কি ফালায়া দিমু? হু সাত দিনেরডা নিয়া আইছি সাত দিনের ডা খাইছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ মানে সাত দিনেরটাই খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন সাত দিনের টা খাইছেন? মানে এইটা খাইলে কি হবে?

উত্তরদাতাঃ আমার বিশ্বাস আছে যে যতটা ভাল হইছে হয়তো আরো ভাল হইবো। এই জন্য খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ যে পুরাটা শেষ করতে হবে?

উত্তরদাতাঃ জ্বি।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন শেষ করতে হবে?

০৫ মিনিট (২৫:০১)

উত্তরদাতাঃ রোগটা যাতে না থাকে পায়ের ব্যাথাটা যাতে না থাকে সেই জন্য খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে এন্টোবায়োটিক এর এইটা একটা কোর্স?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিন বা তিন দিন যেইটা ডাক্তার বলে সেইটা শেষ করতে হবে সেইটাই কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো এন্টোবায়োটিক কোন কোন ধরণের অসুস্থ্যতার জন্য এন্টোবায়োটিক দেয়া হয়?

উত্তরদাতাঃ উম আমি তো সেটা বলতে পারবো না যে কোন কোন অসুস্থ্যতার জন্য

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনিই তো আনলেন কয়েকটা কাজের জন্য আপনাকে দিয়েছে না ডাক্তার কয়েকটা দেখছে ডাক্তার সাব লেখছে। এরকম আপনার পরিবারের বা আর কারো জন্য এন্টোবায়োটিক আনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ না আর কারো জন্যে এন্টোবায়োটিক লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ একটু চিন্তা করে বলেন।

উত্তরদাতাঃ না লাগে নাই। আমার আম্মার জন্য তো শুধু গ্যাষ্টিকের আনি আল্লাহর রহমতে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ঐযে বলছিলাম যে বন্ধুর যার মাথা ফাইটা গেছিলো উনারেও দিছিলো এন্টোবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ উনারেও এন্টোবায়োটিক দিছে কিন্তু বেশী গুরুত্বপূর্ন ছিল ইঞ্জেকশন

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিভাবে কাজ করে? কিসের জন্য কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ আমিতো এইটা বলতে পারবোনা এইটা

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার জন্য কি জন্য কাজ করছে? আপনে জানেন এইটা জানেন। মানে একটা হইছে আমরা খোলামেলা কইরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আপনাকে কিসের জন্য দিছে বা আপনার বন্ধুকে কিসের জন্য দিছে? তাহলে কি কি রোগের জন্য এইটা কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ না আমাকে যে দিছে আমাকে জিঙ্গেস করছে যে তোমার সমস্যা কি?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি আমার সমস্যার কথা বলছি যে আমার পা এই জায়গা থিকা পইড়া গেছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এরকম ব্যাথা করতাছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন একটা এক্স-রে দিছে এ্ক্স-রে করছি এক্স-রে রিপোর্ট থিকা দেইখা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ কয়টা এন্টোবায়োটিক দিলো আর কিছু অসুধ লেইখা দিলো ব্যাথার অসুধও দিছে এ্য তারপরে কিছু মলম দিছে। তো ঐযে ঐ জায়গাতে যে এন্টোবায়োটিক দেয়া অইছে এন্টোবায়োটিক পাইছি কিন্তু কি জন্যে দেওয়া অইছে এইটা আমি জিঙ্গেস করি নাই। হ্যাঁ আমিতো চিন্তা করছি আমার পায়ে ব্যাথ্যা হ্যাঁ গোশতে কোন সমস্যা বা হাড়ে কোন সমস্যা এই জন্য দেয়া হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যদি অসুস্থ্যতার জন্য লাগছে এর লিগা দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ দিছে

উত্তরদাতাঃ আর আমি এই জন্য খাইছি/গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আপনি কি জানেন কিনা কি কি ধরণের রোগের জন্য এন্টোবায়োটিক দেয়া হয়?

উত্তরদাতাঃ না। আমার এ সম্বন্ধে ধারণা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই সম্পর্কে ধারণা নাই? আচ্ছা তো এন্টোবায়োটিক কেনার জন্য কি কোন ধরণের প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ উমম প্রেসক্রিপশন লাগেনা আবার ঐযে বললাম যদি মনে করেন টেষ্ট দেয় টেষ্টের মধ্যে যদি লেখা থাকে যে আপনার এই এই অসুধ লাগবো হ্যাঁ ঐখানেও যদি এন্টিবায়েটিক লেখা থাকে সেই অনুযায়ী আর সাধারণ এন্টোবায়োটিক যে আমার ব্যাথা হইছে বা কিছু হইছে যে আমার এন্টোবায়োটিক লাগবো ঐরকম ভাবে আমি এন্টোবায়োটিক আনি নাই। টেষ্টে লেখা পাইছি তখন আমি আনছি এছাড়া আনি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ না ধরেন আপনার পাশে একটা ফার্মেসি আছে।

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ বা ঐযে আপনি টঙ্গী স্টেশনে যেখানে যান সেখানে অনেকগুলো ফার্মেসির কথা আপনি বললেন যে আছে তাই না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখানে আপনার ধরেন কিছুর জন্য কি আপনারা গিয়ে কি বলেন? তাকে কি এন্টোবায়োটিক সরাসরি চান? যে আমাকে

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ অমুক অসুধটা দাও

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়োটিক এর নাম ধরে বলেন নাকি কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ না আমার তো যদি বড় ধরণের কোন সমস্যা হয় তখন তো মেডিকেল

প্রশ্নকর্তাঃ মেডিকেলে যান

উত্তরদাতাঃ আর যদি ছোট খাট কোন সমস্যা যে পেট ব্যাথা হ্যাঁ বা মাথা ব্যাথা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তখন তো আমাদের বাড়ির পশে ফার্মেসি আছে তখন গিয়া বলি যে এরকম পেট ব্যাথা। হু তখন উনারা ব্যাথার অসুধগুলাই দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আর একটা গ্যাষ্ট্রিকের অসুধ দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কিন্তু এন্টোবায়োটিক পাই না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তা এন্টোবায়োটিক কোনটা সেইটা কি আপনি জানেন? কোন নাম জানেন?

উত্তরদাতাঃ না নাম জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ যে খাইছিলেন ওগুলোর কথা মনে আছে?

উত্তরদাতাঃ না মনে নাই কিন্তু ক্যাপসুলডা মানে বড় সাইজের

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ঐডার আকৃতি জানা আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ নামডাতো আমার মনে নাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু আচ্ছা অসুবিধা মনে না থাকলে মনে নাও থাকতে পারে। কয়দিন খাইছেন বা কয়টা কইরা খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি একটা কইরা খাইছিলাম। সাত দিন

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সাত দিনে সাতটা খাইছিলাম

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিনে সাতটা খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ দাম কেমন ঐগুলোর?

উত্তরদাতাঃ তাও তো জানা নাই। তো এবারেজে নিছিলাম অসুধগুলা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ উনারা লেইখা দিছে যে অত বিল আইছে আমি বিল দিছি আর অসুধগুলা নিয়া আসছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কিন্তু কোনটা কত কইরা এইটা তো আমি জিঙ্গেস করি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো এই রকম যে ধরেন আপনার ক্ষেত্রে এই কথা বললেন যে আপনি প্রেসক্রিপশন ছাড়া হয়তোবা যান না এইখানে গেলে এরা যেই অসুধগুলো দেয়

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম পরিবারে আপনার তো ধরেন আপনে নিজে যেহেতু এই এলাকায় আছেন কাজও করেন কোন অসুধ লাগলে তো আপনাকে যেতে হয়?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কি কোন পছন্দ আছে যে আপনার এই অসুধটা খেলে আপনার পরিবারের অমুক ভাল লাগে। বা আপনার নিজের এই অসুধটা খাইছেন এইটা ভাল হইছেন এজন্য আপনি এ এই অসুধটাকে বেশী পছন্দ করেন বা এন্টোবায়োটিক এর কথা যদি আমরা চিন্তা করি বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন এরকম কোন পছন্দ আছে?

উত্তরদাতাঃ না এরকম কোন পছন্দ নাই। কিন্তু ঐযে গ্যাষ্টিক যেইটা বললাম আম্মার জন্য গ্যাষ্টিক আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হু যদি গ্যাষ্টিকের অসুধ না থাকে তখন আম্মা বলে যে আমার গ্যাষ্টিক লাগবো

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন আমার ঐযে জেলডিন যেই গ্যাস ট্রিপটা আছে ঐটাই আমি নিয়া আসি অসুধটাই নিয়া আসি। ঐটা খাইলে আম্মার ভাল লাগে। হ্যাঁ বুকে জ্বালা-পোড়া কমে, ব্যাথা কমে এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা কি এন্টোবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ না ঐটা গ্যাষ্টিকের জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা গ্যাষ্টিকের জন্য?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কোন ধরণের মানে বিশেষ কোন এন্টোবায়োটিক এর পছন্দ আছে কিনা? যে এই অসুধটা খাইলে আপনার ভাল লাগে বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের ভাল লাগে। বা আপনার মা'ও ধরেন কোন কারণে জ্বর, ব্যাথা বা ঠান্ডা লাগছে

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ যে বলে যে ঐ অসুধটা খাইছিলাম এইটা ভাল অইছে তুই নিয়া আয় আমার জন্য। এই রকম কিছু বলে?

উত্তরদাতাঃ না এরকম কিছু বলে না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো উনার যদি কোন অসুস্থ্যতা হয় তাইলে কি করেন?

উত্তরদাতাঃ উনি যায় ফার্মেসিতে যায়। গিয়া এমনে কোন সমস্যা নাই। সমস্যা ঐযে বললাম যে খালি গ্যাষ্টিকেরই ই সমস্যা দেখা দেয় বেশী একটু আর উনি গ্যাষ্টিকের অসুধটাই বেশী খায়।

**০৫ মিনিট (৩০:১০)**

প্রশ্নকর্তাঃ তো সর্বশেষ তো আপনার জন্য এন্টোবায়োটিক আপনি খাইছেন তাই না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তো এগুলো আপনার কাছে কি মনে হয় এগুলো এ্য সব জায়গায় পাওয়া যায়? বা এটা কত টাকা লাগছে টাকার কথা তো আপনি বলছেন যে ঐটা ভুলে গেছেন

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ বা আপনে একসাথে দিয়েছেন

উত্তরদাতাঃ এ সব জায়গায় পাওয়া যায় কিনা আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি যেই ফার্মিসিতে গেছি এই ফার্মিসিতে আমি পাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আর পাইছি খাইছি ভাল হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলো খেয়ে আপনার কাছে কেমন লাগছে?

উত্তরদাতাঃ ভাল লাগছে যে

প্রশ্নকর্তাঃ সবগুলো খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ যে আমারতে ভাল লাগছে যে যেই অসুদগুলো লেখা অইছে হ্যাঁ ঐ অসুদগুলোর বেশী লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যেইগুলা দেওয়া আছে ঐগুলাই খাইছি আল্লাহর রহমতে ভাল হইছে

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি আপনি সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি এখন আমি হাটতে পারি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই অসুধ খাওয়ার আগে কি হাটতে পারতেন না?

উত্তরদাতাঃ না। ব্যাথা করতো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা একটা জিনিস একটু আমাকে বলেন তো পরিবারের কেউ এখন অসুস্থ্য

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ অনুধ আনছি সাত দিনের এন্টোবায়েটিক দিয়েছে হ্যাঁ বা কোন ধরণের অসুধ আনছেন এ্য সেই অসুধগুলো খাইছে

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়ার পরে ধরেন এন্টোবায়েটিকই আনছেন সাত দিনের জন্য আনছেন। তিন দিন খাইছেন। খাইয়ার পর ভাল হইয়া গেছেন। তারপরে ঐযে চারদিনের অসুধ রইয়া গেল

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ এই অসুধটা পরবর্তীতে আবার কারো জ্বর বা ঠান্ডা বা আবার কোন অসুস্থতা হবেই পরে খাওয়াবেন। এরকম কোন কিছু হয়?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এজন্য রেখে দেন আপনারা?

উত্তরদাতাঃ না না ঔষধ আমরা রাখিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু? কি করেন ঐযে ছোট বাচ্চা যে আছে ঐযে ওজাইরের কথা বলছেন না ওর কোন ধরণের জ্বর ঠান্ডা হইলে

উত্তরদাতাঃ আমি তো আপনাকে বললাম ই যদি কোন সমস্যা হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তাহলে আগে ডাক্টারের পরামর্শ নেই। পরামর্শ নিয়া তারপরে। আর যদি অসুধ থাইকা থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বি

উত্তরদাতাঃ তখন আমরা অসুধগুলা নিয়া যাই। হ্যাঁ অসুধগুলা কি খাওয়ানো যাইবো কিনা যদি উনারা বলে যে হ্যাঁ অসুধগুলা খাওয়ানো যাইবো তা মানে তাইলে আমরা খাওয়াই। আর বলে যে না এইটা খাওয়ানো যাবে না তখন আমরা ঐটা খাওয়াই না। আর অসুধ আমরা এক্সট্রা অসুধ রাখি না ঘরে। যেরকম এক্সট্রা অসুধ রাখ যে কোন কিছু অইলে মাথা ব্যাথা বা পেট ব্যাথা হইলে এইটা খাওয়াইয়া দিয়ো

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এরকম কিছু নাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যে অসুধ সম্পর্কে তো আমাদের ধারণা নাই যে কোনটা থুইয়া কোনটা খাওয়ামু। পাচ টাকা দশ টাকা পনেরো টাকা যাক মানে মেডিকেল থিকাই দেখায়া নিয়া আসি। তাই ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি জানেন এন্টোবায়েটিক এর মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ বলতে কি বুঝি? কি বোঝায়?

উত্তরদাতাঃ তারিখ হ্যাঁ তারিখ তো ডেট দেওয়া থাকে যে এতো সালে উৎপন্ন হইছে এ্য এতো তারিখে এইটা তৈরী হইছে আর এতো সালের এতো তারিখে এইটা ডেট ওভার হইয়া যাইবো। তার ভিতরে এইটা আর খাওয়ানো যাইবোনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ সেই সম্পর্কে তো দেওয়া থাকেই ইয়ের ভিতরে যে পেছনে যেই মানে সিল মারা থাকে যে এতো তারিখে এইটা ডেট ওভার হইয়া যাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন ওভার যদি হইয়া যায়গা এই ট্যাবলেটটা নষ্ট হ্যাঁ বা এই সিরাপটা নষ্ট হইয়া যাইবো। তখন এইটা আর কি খাওয়ানো যাইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আমরা যখন অসুধটা কিনি আপনাকে যে আপনি কি যখন এন্টোবায়েটিকের এরকম কোন তারিখ চেক করেন? বা আছে কি নাই বা মেয়াদ

উত্তরদাতাঃ তারিখ তো এহন বর্তমানে সবাই চেক করে

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে চেক করে?

উত্তরদাতাঃ তারিখ তারিখ আছে কিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ঐযে ঐখানে লেখা থাকে যে ঐটা কত তারিখে উৎপন্ন হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আজকে কি মাস বা কি সাল

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ মানে এর ভিতরে এর সালের ভিতরে আছে কিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা

উত্তরদাতাঃ বা এই সালের হ্যাঁ অতিক্রম সীমা অতিক্রম পার হইছে কি না। যদি দেখা যায় না এই সালের ভিতরেই আছে তাইলে আমরা নিয়া আসি। আর যদি এইটা ওভার হইয়া যায় তখন আমরা দেখাই এইটাতো ওভার হইয়া গেছেগা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন উনারা যদি ওভার অইয়া থাকে তখন উনারা এই ক্যপসুলটা সাইট কইরা রাইখা পরে আরেকটা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ দেখে ঐটার ওভার আছে কিনা। আর যদি ওভার থাকে তাইলে দেয় আর যদি না থাকে তাইলে বলে এইটা এই জায়গায় নাই আরেক জায়গা থিকা নিয়া নেন

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা

উত্তরদাতাঃ আর ডেট ওভার ক্যাপসুল কোন সময় পাই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে কি ডেট ওভার ক্যপসুল আমরা কিনবো বা খাব?

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তাঃ খাইলে কি হবে?

উত্তরদাতাঃ খাইরে এইটা উল্টা রিএ্যকশন করবে। ঠিক না?

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এ্য এরকম কি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার চেক করতে পারেন? এই যে কোন পাতা মানে আপনে যেমন আপনার জন্য ওঅসুধ কিনছেন। সেক্ষেত্রে আপনি কি ঐটা চেক করছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ চেক করছি না?

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়াদ আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ আছে কিনা। দেখছি যদি দেখি যে মেয়াদ আছে তখন তো নিজেরা নিয়ে আসি আর এটাতো বর্তমান সবাই যদি খাবার লাগে বা কোন কিছু লাগে। যেমন মনে করেন চিপস আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ অনেক কিছু আছে এইটা তো সবাই দেখে মেয়াদ আছে কিনা। যদি মেয়াদ না থাকে এইটার ভিতরে কিছু মেডিসিন দিয়া তৈরী করা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যে মেডিসিন গুলা নষ্ট হইয়া যায় সেই মেডিসিন গুলা খাইলে কি হইবো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ মানে উপকারির চাইতে অপকারিতা বেশী হইবো

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এই জন্য সবাই তখন ডেটই দেইখা নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু আপনি কি মনে করেন কখনো এন্টোবায়েটিক মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

০৫ মিনিট (৩৫:০০)

উত্তরদাতাঃ ডেট ওভার হয়া থাকলে তো এন্টোবায়েটিক ক্ষতি করতেই পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ না ডেট ওভার এর কথা হয়তো আমরা বললাম যে ঐযে আপনি বলতেছিলেন ওভার হয়ে গেলে তো আমরা এইটা আনবো না বা ওরাও বিক্রি করবে না হ্যাঁ কিন্তু এমনিতে যদি এন্টোবায়েটিক এর কথা বলি এন্টোবায়েটিক আপনি বলছেন যে ঐযে আপনার ব্যথার জন্য দিয়েছে ব্যাথা খাইছেন ভাল হইছেন হ্যাঁ যদি এন্টোবায়েটিক এইযে খায় বা খাওয়া এইটা কি মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ খাওয়ার ভিতরে যদি ক্ষতি থাকতো তাইলে তো আর এইটা দিতো না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ক্ষতি নাই বিধায়ইতো দিছে আর যদি ক্ষতি থাকতো তাইলেতো এইটা খাওয়াও মানে খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আর এইটারে আর কি সরকার ও বৈধ করতো না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যে এইটা ক্ষতি হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ভাল হয় বিধাই তো সরকারে বৈধ করছে। যে এন্টোবায়েটিক লাগে যে যে ক্ষেত্রে লাগে হেই ক্ষেত্রে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিকটা দেয়া হয়। এন্টোবায়েটিক ক্ষতি করতে পারে এই সম্বন্ধে ধারণা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়েটিক কিভাবে কাজ করে কি করে এন্টোবায়েটিক?

উত্তরদাতাঃ জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনে অসুধ যদি আমরা অসুধের কথা চিন্তা করি অসুধ আমরা কিসের জন্য খাই?

উত্তরদাতাঃ সুস্থ্য হওয়ার জন্য খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু তাইলে এন্টোবায়েটিক কেন?

উত্তরদাতাঃ সেটাতো বলতে পারি না। এন্টোবায়েটিক কেন? এন্টোবায়েটিক তো আগেও ছিলনা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এখন এন্টোবায়েটিক দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বা এইটার নামের নাম এন্টোবায়েটিক কেন?

উত্তরদাতাঃ জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ না এইটা ধরেন আমি আর আপনে একটু আলাপ করছি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে এমনিতে অসুধের কথা আছেনা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ যে এমনে আমাদের কি কি হয় আপনে বলছেন ঠান্ডা, জ্বর বিভিন্ন কিছু হয় এজন্য আমরা অসুধগুলো আনি। তো অসুধগুলোর ভেতরে এন্টোবায়েটিক এইটার নাম এন্টোবায়েটিক কেন? এইটা এন্টোবায়েটিক কি এই বিষয়টা কি করে? মানে এইটা কি বিশেষ কিছু?

উত্তরদাতাঃ জানা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ না একটু এমনিতে তো ধরেন ----ভাই আমরা যদি এমনেই আলোচনা করি চিন্তা করি যে ধরেন এন্টোবায়েটিক বলা হচ্ছে এইটাকে। এইটা কি কার্যকারিতা এইটা কি করে? মানে এই অসুধটা এমন কিছু করে কিনা যেটা অন্যরা করতে পারে না। আমার কথা বুঝতে পারছেন? ধরেন আমি তাইলে কি এইটা এমন কি জিনিস যেটা সাধারন অসুধের কথা বলছি সেইটা পারে না এন্টাবায়েটিক সেইটা পারতেছে। তাইলে আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ মনে নাই

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা না এমনিতে বলেন যদি আপনার এ্য আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? ধরেন সাধারণ অসুধ খাচ্ছি সেও কাজ করতেছে। তাইলে এন্টোবায়েটিক কেন লাগবে? হেয় কি করে? এন্টোবায়েটিকটা কেন দেয় তাহলে? বোঝা গেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সাধারণ যে অসুধটা হেডা কিছু কিছু কাজ আছে যেটা করতে পারে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যে কাজগুলা এন্টোবায়েটিকে করে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এজন্য এন্টোবায়েটিক খাওয়ানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এ্য এন্টোবায়েটিকটা কি জীবাণু মারার জন্য?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ এন্টোবায়েটিকটা এই যে এখন কথাটা আসছে। এন্টোবায়েটিকটা হইছে কি শরীরের ভেতরে আপনার কি করে সে অসুখ মানুষের কখন অসুখ হয় বলেন তো? আমি আপনি কখন অসুস্থ্য হই? কেন অসুস্থ্য হই?

উত্তরদাতাঃ ভাইরাসের জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাইরাস হয়, ব্যাকটেরিয়া হয় মানে আমাদের এইগুলাকে আমরা কি বলি? বিভিন্ন মানে আপনে যদি সহজ কথা বলি ডায়রিয়া কেন হয়? ডায়রিয়া কেন হয় বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ জীবানু জীবানুর জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ জীবানুর জন্য। জীবানু আমাকে আক্রমন করছে যদি আক্রমন করে তাইলে আমার ডায়রিয়া হয়। তো এই রকম যদি কোন অসুখ হয় তাইলে কিসের জন্য? বললেন না? আপনি কিন্তু জানেনই সব কিছুই আমরা একটু আলাপ করছি। তাইলে হচ্ছে তাইলে এন্টোবায়েটিক কি করে?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক জীবাণু মারে

প্রশ্নকর্তাঃ জীবাণুগুলো মেরে ফেলে বলতেছেন। আচ্ছা। তাহলে আমার প্রশ্নটা ছিল ওখানে যে এন্টোবায়েটিক এমন কি যেইটা সাধারণ অসুধ কাজ করেনা হে কি করতে পারে তাহলে? এর এমন কি ক্ষমতা আছে যে যেটা সে পারে?

উত্তরদাতাঃ উম সাধারণত আছে এ্য যেইগুলা বড় ধরণের যে জীবানুগুলা, এ্য ভাইরাসগুলা প্রতিরোধ করতে পারেনা। এন্টোবায়েটিক সেইটা পারে এইজন্য এন্টোবায়েটিক খাওয়ানো হয়। উম যে জীবাণু যেইগুলা আছে ঐগুলার ক্ষেত্রে মেরে ফেলে। ঐটার ক্ষমতা বেশী হয়তো এন্টোবায়েটিক এর। এজন্য এন্টোবায়েটিক খাওয়ানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কি মনে করেন এই যে আপনি এন্টোবায়েটিক খাইছেন এইটা আপনি তো একবার বলতেছিলেন এইটা কোন ধরণের মানুষের ক্ষতি করে না, তাইনা? এইটা কি কখনো ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিক না এন্টোবায়েটিক ক্ষতি করতে পারেনা। যেহেতু উনারা এন্টোবায়েটিক জীবানু ধ্বংস করে। হু আর যদি জ্বীবানু ধ্বংস না করতে পারে তাইলে তো অসুধটা খাওয়ানো হইতো না।

প্রশ্নকর্তাঃ------ভাই আমরা এখন একটু শেষের জানবো সেইটা হচ্ছে যে একটা বিষয় হচ্ছে যে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিষ্ট্যান্স এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিষ্ট্যান্স এই কথাটা আপনি শুনছেন কিনা?

০৫ মিনিট (৪০:০২)

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটা এন্টিমাইক্রোবিয়াল  অসুখের কথা শুনছেন কখনো?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিষ্ট্যান্স?

উত্তরদাতাঃ জ্বিনা

উত্তরদাতাঃ এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স ঐযে আপনি বলতেছিলেন যে আপনি এন্টোবায়েটিক নিয়ে আসছেন

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে ঐযে আপনি বলতেছিলেন আপনি এন্টোবায়েটিক আনেন। একটা এন্টোবায়েটিক এর কোর্স সেইটা শেষ করা হয়। আপনি খেয়েছেন। আপনি সাত দিনের আনছেন আপনি পাঁচ দিন খেয়েছেন। এইটা যদি শেষ না করি তাইলে কি অসুবিধা হবে আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ না আমার মনে হয় তো যে জীবাণুগুলা আছে বা ব্যকটেরিয়া গুলো আছে সেইগুলা প্রতিরোধ করার জন্য এই যে সাত দিনের কোর্সটা দেওয়া হইছে। যদি সাত দিন খাওয়া হয়। হ্যাঁ উনি তো চেকআপ কইরা দেখছেন যে আমার ব্যকটেরিয়া বা জীবানু আমার ভেতরে এ্য কি পরিমানে আছে। সেই পরিমানই এন্টোবায়েটিকটা দেওয়া হইছে। সেই পরিমানই এন্টোবায়েটিকটা খাইলে ব্যকটেরিয়া জীবানু বা ভাইরাস যেইগুলা আছে সেইগুলা প্রতিরোধ হইবো। এ্য এর জন্য দেওয়া হইছে। এর জন্য আমরা আরকি এন্টোবায়েটিক খাই

প্রশ্নকর্তাঃ তা এইটা যদি পূর্ন মানে শেষ না করি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ফুল মানে কমপ্লিট কোর্স যদি আমরা শেষ না করি তাহলে কি কোন অসুবিধা হবে?

উত্তরদাতাঃ আমার মতে মনে করেন যে ভাইরাসগুলা হ্যাঁ যেই পরিমানে থাকে সেই পরিমানে অনুযায়ীই তো ই হয় হ্যাঁ অসুধগুলা দেওয়া হয়। আর অসুধ যদি আমি সেই পরিমানে না খাই তাইলে রোগ ঠিকমতো প্রতিরোধ হইতেছে না। ভেতরে কিছু রোগ থাইকা যাইতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ রোগ থাইকা যাইতাছে ভাইরাস থাইকা যাইতেছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে মনে করেন হয়তো আমি কিছু দিনের জন্য ভাল থাকতে পারি পরবর্তীতে সেটা আবার বেড়ে উঠতে পারে। যেহেতু জীবানু আছে। হ্যাঁ জীবানু তো ছড়ায়। তো এজন্য আমি মনে করি পুরোপুরিটাই খাওয়া ঠিক।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে এ্য এই বিষয়টা যে এইটা পুরোপুরি ভাল হবে না।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এই বিষয়টা নিয়ে কি আপনি চিন্তিত? মানে এই এই যে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স নিয়ে যে আপনি কথাটা বললেন আমি যদি এইটা শেষ না করি এ তাইলে আবার ভেতরে কিছু রইয়া গেল জীবানু সেইটাতো আর পূর্ন ধ্বংস করলো না

উত্তরদাতাঃ ধ্বংস হইলো না

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার জন্য কি আপনি চিন্তিত?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অবশ্যই চিন্তিত। যদি ধ্বংস না করে তখন আমি তো চিন্তা করবো আমার ভিতরে মানে জীবানু জীবানুগুনা আছে কিনা বা জীবাণুগুলা প্রতিরোধ হইছে কিনা এই ধরণের জিনিস নিয়াতো চিন্তাটাতো অবশ্যই পরবর্তীতে আমার যদি আবার এই রোগগুলা ছড়ায় তাইলে তো আমার আবার দৌড়াদৌড়ি করতে হইবো মেডিকেল বা ফার্মেসিতে। হু এর জন্য -----৪২:৩৪---- যতগুলা অসুধ দেয়া হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সে অসুধগুলাই খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তা আপনি কি চিন্তা করেন কিভাবে এই আন্টিবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স জাতীয় এই যে অসুস্থ্যতা

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কিভাবে আমরা দুর করতে পারি?

উত্তরদাতাঃ কিভাবে দুর করতে পারি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়া

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সেই ধরনের অসুধগুলা দেয়া হয় সেইগুলাই খেলে হয়তো মানে প্রতিরোধ হইবো। এই জন্যই তো আমরা ডাক্তার বা ফার্মেসিতে যাই। বুঝছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ ফার্মাসিতে আবার আসছেন সেই ফার্মাসিতেই যদি আমরা একটু বলি

উত্তরদাতাঃ জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য ওখানে কারা বসে? ওদের কি কোন কোর্স টোর্স করা আছে ফার্মাসিস্ট যারা বসে?

উত্তরদাতাঃ উ কোর্স তো করা আছে কিন্তু সবারতো কোর্স করা হয় না

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সবাই তো আর কমপ্লিট করতে পারে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আর আমরাতো সবাই জানিওনা যে সব কোন কোন জায়গায় কোর্স করা আছে কোন কোন জায়গায় কোর্স করা আছেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আবার ফার্মেসিতে অনেক জায়গায় লেখা থাকে যে এখানে এম বি বি এস ডাক্তার বসে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ তো এরকম ফার্মেসিতেই যাই। তা আমার কথা অইছে যে আমি যেই টেষ্ট গুলা করাইছি। যে টেষ্ট যে অসুধগুলা আছে এই অসুধগুলা যদি আমি যেকোন ফার্মেসি থিকা যদি আমি পাই তাইলে আমি ঐখান থিকা নিয়া আসি। তখন তো আমরা খেয়াল করি না যে সে এম বি বি এস হ্যাঁ পাশ কিনা বা উনি কতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করছে হ্যাঁ সেই বিষয় নিয়া আমার ধারণা নাই। আমার ধারণা হইছে আমার অষুধগুলা আমি পাইলাম কিনা। তখন আবার হ্যাঁ অসুধগুলা মাঝে মাঝে দেয় আমার বড় ভাই আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ বড় ভাইরেও দেহাই। এই অসুধটা এই কোম্পানীর কি না হ্যাঁ বা এই ব্রান্ডের কিনা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন উনি দেখে যে হ্যাঁ এ্ অসুধগুলা এ্ ব্র্যান্ডের আর যদি বলে যে না এই অসুধটাতো এই ব্র্যান্ডর না। তখন আমরা আবার যাই। হ্যাঁ যেখান থেকে মানে টেষ্টটা করাইছি। দেহাই যে এই অসুধটা খাইলে সমস্যা হইবো কিনা। হ্যাঁ যেহেতু আপনি লেখছেন এক ব্র্যান্ডের দিছে আরেক ব্র্যান্ডের। যদি বলে যে সমস্যা তাইলে ফেরত দেই যে আমার এই ব্র্যান্ডের লাগবো এইটা খাওয়ানো যাইবোনা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আর যদি বলে যে না সমস্য নাই। হ্যাঁ যত মনে করেন কোনটা আছে হ্যাঁ পাঁচশ পাওয়ারের লাগবো পাঁচশ পাওয়ারের দিয়া থুইছে আড়াইশ পাওয়ারের। তো এইগুলা দেখাই।অ দেখানো যদি বলে যে না খাওয়ানো যাইবো তাহলে খাই। আর যদি বলে যে না এইটা না মানে ঐ ব্র্যান্ডেরটা যেইটা লেখা হইছে ঐ ব্র্যান্ডেরটাই খাওয়ানো হইবো হ্যাঁ খাওয়ানো যাইতে পারে ঐটাই নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন বড়ভাইকে দেখান কার কাছে বললেন পরামর্শ নিছেন?

উত্তরদাতাঃ আমার বড় ভাই।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি কি এইটা বেশী বুঝে?

উত্তরদাতাঃ বেশী বুঝে বলতে উনি তো মানে বুঝতে পারে এইটা কোন ব্র্যান্ডের হ্যাঁ বা লেখা আছে যেহেতু মানে সব ক্ষেত্রে তো আমি নিজে বুঝি না

**০৫ মিনিট (৪৫:০৭)**

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বড় ভাইরে দেখাই। হ্যাঁ এই যে অসুধগুলা আইনা আবার বড় ভাইও দেখে যে কোনটা লেখা আছে কোনটা আনছে। যেইটা থাকে মনে করেন দুইশ পাওয়ারের আর যদি দিয়া দেশ পাঁচশ পাওয়ারের বা আড়াইশ পাওয়ারের তখন তো ভাইয়ে বলতে পারে এইটাতো এতো পাওয়ারের দেওয়া এইটা দিছে এতো পাওয়ারের। তোমার লাগবো এতো পাওয়ার তুমি এইটা নিয়া আসছো কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এমনেই আর কি অসুধগুলি আনা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইটা এখন হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় আমি শুনবো সেটা হচ্ছে যে এই যে ধরেন আপনি তো বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব আছে, আপনার কলিগ আছে যাদের সাথে আপনি চাকরী বাকরি করেন

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই এইযে সবার যে একটা সম্মিলিত জ্ঞান এদের এন্টোবায়েটিক সম্পর্কে এদের ধারনা কি? মানে এ্য কি বোঝে? যত্রতত্র কি এন্টোবায়েটিক কিনতে পাওয়া যায় বা আমরা যত্রতত্র খাই কিনা? যেকোন কারণেই আমরা এন্টোবায়েটিক খাইয়া ফেলতেছি এরকম কি দেখেন কিনা। দেখছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না এরকম আলোচনা তো হয় না বা অসুধগুলি নিয়া তো আমরা আলোচনা করিও না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সেই জন্য মনে করেন জানা নাই কে কোন ধরণের অসুধ খাইতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ বা এন্টোবায়েটিক খাইতেছে কি না

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এইগুলি নিয়া আর কি বেশী আলোচনা করি না। আর জানিও না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আলোচনা করেন না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু ধরেন আপনার পরিবারে বা আপনার আশেপাশ এই যে যারা আছে যেসকল ঘর আছে এরকম কি কারো ক্ষেত্রে দেখেছেন যে মানে কথায় কথায় যাইয়া এন্টোবায়েটিক নিয়া আসলো ঐ যে বাসা থেকে চলে যাচ্ছে যাইয়া ডাক্তারকে বা এই ফার্মেসি দোকান বা এই এ্য এ্য এন্টোবায়েটিক কিনা নিয়া আসে আইনা খাওয়া শুরু করছে। নিজে নিজে ডাক্তারি। এরকম কোন কিছু দেখছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না দেখি নাই

প্রশ্নকর্তাঃ কি করে সাধারণত মানুষ?

উত্তরদাতাঃ দেখি নাই বলতে মানে বাসায় একটু কম থাকি তো এই জন্য দেখি নাই। আমার মতে মনে করেন যায় ফার্মেসিতে। গিয়া বলে যে আমার এই রকম সমস্যা। হ্যাঁ সমস্যার কথা শুইনাই তো এন্টোবায়েটিকগুলা দেয়া হয়। এছাড়াতো আর দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক আছে ----ভাই অনেক ভাল থাকবেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আসছে। আপনার যদি কোন ধরণের জিজ্ঞাসা বা কোন কিছু থাকে আপনি আমাকে জিঙ্গাসা করতে পারেন। আশা করি ভাল থাকবেন। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতাঃ ওয়ালাইকুমসালাম আ রাহমাতুল্লাহ।